হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) রাসূলে করিম (সা.) হতে বর্ণনা করেন, একদিন তিনি নামাজের ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, যারা এই নামাজকে যথাযথভাবে ও যথা নিয়মে আদায় করবে, তারা কিয়ামতের দিন একটি নূর, অকাট্য দলীল ও নিশ্চিত নাজাত পাবে। পক্ষান্তরে যারা নামাজ সঠিকভাবে আদায় করবে না তারা নূর, অকাট্য দলীল এবং মুক্তি পাবে না। বরং তাদের হাশর হবে কারুন, ফেরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের সাথে।" (আহমদ, দারেমী, বায়হাকী)

একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, "যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ যথারীতি আদায় করবে, আল্লাহ তাকে পাঁচটি মর্যাদা দান করবেন। প্রথমঃ তার দারিদ্র্য দূর করবেন। দ্বিতীয়তঃ তাকে কবরের আযাব থেকে মুক্তি দেবেন, তৃতীয়তঃ তার আমলনামা ডান হাতে দিবেন, চতুর্থতঃ বিদ্যুৎবেগে তাকে পুলসিরাত পার করাবেন। পঞ্চমতঃ তাকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে ব্যক্তি নামাজের ব্যাপারে শৈথিল্য দেখাবে আল্লাহ তাকে ১৪টি দিবেন। এর মধ্যে পাঁচটি দুনিয়ার জীবনে, তিনটি মৃত্যুর সময়ে, তিনটি কবরে, এবং তিনটি কবর থেকে পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সময়ে। দুনিয়ায় পাঁচটি হলো তার জীবনে বরকত উঠে যাবে। তার কোন নেক আমলের প্রতিদান দেয়া হবে না। তার কোন দোয়া কবুল হবে না এবং নেককার লোকদের দোয়া থেকে বঞ্চিত হবে। আর মৃত্যুর সময়ের তিনটি হলো, সে অপমানিত হয়ে মারা যাবে, ক্ষুধার্ত অবস্থায় মারা যাবে, এত পিপাসিত অবস্থায় মারা যাবে যে সারা দুনিয়ার সমুদ্রের পানি পান করলেও তার পিপাসা মিটবে না। কবরে থাকাকালে যে তিনটি শাস্তি সে ভোগ করে, তা হলো তার কবর সংকুচিত হয়ে তাকে এত জোরে পিষ্ঠ করবে যে, এক পাশের পাঁজরের হাড় ভেঙে অপর পার্শ্বে চলে যাবে, তার কবরে এমনভাবে আগুন দিয়ে ভরে দেয়া হবে যে, রাত দিন তা জ্বলতে থাকবে এবং তাকে কিয়ামত

পর্যন্ত একটি বিষধর সাপ দংশন করতে থাকবে আর কবর থেকে বেরুবার সময় যে তিনটি শাস্তি সে ভোগ করবে তা হলো, তার হিসাব কঠিন হবে, আল্লাহকে সে ক্ষুব্ধ দেখতে পাবে এবং সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (ইমাম আয-যাহাবী, কিতাবুল কাবায়ের)।

কিয়ামতের দিন বিচার ফায়সালার পর একদল যাবে জান্নাতে আর একদল যাবে জাহান্নামে। জাহান্নামে আসার কারণ উল্লেখ করে জাহান্নামবাসীরা যা বলবে আল্লাহ তা কুরআনে উল্লেখ করেছেন- "জান্নাতীগণ জাহান্নামীদেরকে জিজ্ঞেস করবে কীসে তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে এল? তারা উত্তর দিবে আমরা নামাজ পড়তাম না।" (আল-কুরআন সুরা মুদ্দাসির ৭৪ : ৮০-৮০)

অন্যদিকে যারা আন্তরিকতার সাথে, যথাসময়ে যথানিয়মে নামাজ আদায় করবে তাদেরকে জান্না ল ফেরদাউসের মালিক বানানো হবে। আল্লাহ পাক বলেন- "সেই সব . নিশ্চিত সফলকাম। যারা নিজেদের নামাজে ভীতি ও বিনয় অবলম্বন করে। যারা নিরর্থক বেহুদা কাজ থেকে দুরে থাকে। যারা যাকাতের পথে কর্মতৎপর থাকে। যারা নিজেদের লজ্জা স্থানের হেফাজ করে। কিন্তু তাদের স্ত্রী ও অধিকারভূক্ত কৃ দাসীগণ ব্যতীত উহাতে তাদের কোন দোষ হবে না। যারা এছাড়া অন্যভাবে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে প্রয়াসী হয় এমন লোক শরীয়ে র সীমালঙ্গনকারী, যারা আমানত ও ওয়াদা চুক্তি রক্ষা করে এবং যারা নিজেদের নামাজ সমূহকে পূর্ন হেফাজত করে তারাই হচ্ছে সেই উত্তরাধিকারী, তারা ফেরদাউসের মালিক হবে এবং চিরকাল সেখানে থাকবে।" (আল-কুরআন সুরা মু'মেনুন ৩-১-১১)

আসুন আর অবহেলা নয়, অলসতা নয়, এখনই সচেতন হই। সকল সমস্যা ও ব্যস্ততার মাঝে যথারীতি, যথানিয়মে, আন্তরিকতার সাথে, ভয় বিনয়-নম্রতার সাথে নামাজ আদায় করি। নিজেদের পরিবার পরিজনকেও নামাজের তাগিদ দেই আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুন। আমিন ।

নামাযই নাজাত
নামাযই জান্নাত

Muslim Circle of Canada (MCC)

PO Box 88039, Scarborough RPO Cliffcrest SDM,
ON, M1M 3W1, Canada E: info@muslimcircle.ca

muslimcircleofcanada
www.muslimcircle.ca

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

"হে মানব সমাজ তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত কর যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আশা করা যায় তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পারবে।" (আল-কুর'আন সূরা বাকারা ২:২১)

"আর তোমরা নামাজ কায়েম কর, যাকাত দাও এবং যেসব নেক কাজ তোমরা নিজেদের কল্যাণার্থে এখানে (দুনিয়ার জীবনে) করবে তার সবটুকুর প্রতিফল আল্লাহর কাছে পাবে।" (আল-কুর'আন সুরা বাকারা ২: ১১০)

নামাজ কথাটি বুঝানোর জন্য আল কুর'আনে "সালাত" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, কোন কিছুর দিকে মুখ ফিরানো, কোন লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া, কোন বস্তুর নিকটবর্তী হওয়া। কুর'আনের পারিভাষায় সালাত অর্থ আল্লাহর দিকে মুখ ফিরানো, অগ্রসর হওয়া এবং তার নিকট থেকে নিকটতর হওয়ার প্রচেষ্টা করা।

নামাজ হচ্ছে তাওহীদের প্রকাশ্যরূপ এবং ঈমানের সার্বক্ষণিক চিহ্ন। আকীদার ভিত্তি যেমন তাওহীদের উপর স্থাপিত, তেমনিভাবে ঈমানের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে নামাজের উপর। এটি মুমিনের জন্য উত্তম আমলই নয় বরং যাবতীয় আমলের মাথা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নামাজ প্রতিষ্ঠার তাগিদ দিয়ে বলেন, "নামাজ কায়েম কর, যাকাত দাও, এবং রুকুকারীদের সাথে একত্রিত হয়ে রুকু কর।" (আল-কুরআন, সূরা বাকারা-২: ৮০)১

কুরআন শরীফে আল্লাহ পাক তিরাশিবার নামাজের হুকুম করেছেন এছাড়াও নামাজ সংক্রান্ত আলোচনা বিভিন্নভাবে আল্লাহ পাক আরো অনেক জায়গায় করেছেন।

হাদীস শরীফে নামাজের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে এভাবে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কে বলতে শুনেছি, "তোমরা ভেবে দেখ, তোমাদের কারোর দরজার সামনে দিয়ে যদি একটি নদী থাকে এবং সে তাতে প্রতিদিন পাঁচ বার গোসল করে, তাহলে তার শরীরে ময়লা থাকবে কি?

সাহাবাগণ জবাব দিলেন, না, তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে না।

তিনি বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের এটিই হচ্ছে দৃষ্টান্ত। এ নামাজগুলোর মাধ্যেমে আল্লাহ গুনাহ সমূহ মুছে ফেলে দেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

দ্বীন ইসলামে নামাজের মর্যাদা কতটুকু তা তুলে ধরে আল্লাহর নবী (সা.) বলেন, "যার আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই। যার পবিত্রতা নেই তার নামাজ নেই। যার নামাজ নেই তার দ্বীন নেই। গোটা শরীরের মধ্যে মাথার যে মর্যাদা, দ্বীন ইসলামে নামাজের সে মর্যাদা।" (আল মুজমুস সগির)

রাবী ইবনে ওমর (রা.) বলেন, একজন মুসলিম আর কাফের এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামাজ। হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলে করিম (সা.) এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, ইসলামের কোন কাজ আল্লাহর নিকট বেশী প্রিয়? রাসূলে করিম (সঃ) বললেন, "যথা সময়ে নামাজ পড়া। যে ব্যক্তি নামাজ ছেড়ে দিল, তার দ্বীন নেই, ধর্ম নেই। নামাজ ইসলামের খুঁটি।" (বায়হাকী)

রাসূলে করিম (সা.) হযরত মুয়াজ বিন জাবাল'কে উপদেশ দিয়ে বলেন, হে মুয়াজ তুমি কখনই ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ নামাজ ছেড়ে দিও না। কেননা যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ নামাজ ছেড়ে দেয় সে আল্লাহর জিম্মা থেকে বাহির হয়ে যায়। মনে রাখতে হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর জিম্মায়, তার দুনিয়া ও আখেরাতে কোন চিন্তা নেই, সে সফল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জিম্মা থেকে মুক্ত, সে দুনিয়া ও আখেরাতে বড় বিপদের মুখোমুখি হবে ।

যে নামাজের ব্যাপারে কুর'আন ও হাদীসে এত তাগিদ করা হয়েছে, সে নামাজের ব্যাপারে আমাদের অবস্থা যে কত নাজুক, একটু তাকালেই তা আমরা বুঝাতে পারি। আমাদের মুসলিম সমাজে অনেকে নামাজই পড়ে না। তাদেরকে নামাজ পড়ার কথা বললে জবাবটা আসে এভাবে, আরে ভাই নামাজ না পড়লে কী হবে, অন্তর ঠিক আছে, ঈমান ঠিক আছে।

দুঃখের বিষয় তারা বুঝে না যে, নামাজই বলে দিবে অন্তর আর ঈমান ঠিক আছে কি না। আবার অনেকে বলেন, আমার বাপ দাদারা বড় আলেম ছিলেন, পীর ছিলেন, আমাদের অসুবিধা হবে না। মনে রাখবেন আখেরাতের কঠিন ময়দানে তারা আপনার কোন উপকারই করতে পারবে না। যদি না আপনার আমল ভালো হয়।

দুনিয়ার এই জীবন ক্ষণস্থায়ী। সবাইকে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। সবাইকে মরতে হবে। কবরে, হাশরে ও কিয়ামতের দিন কঠিন বিপদ ও হিসাবের মুখোমুখি হতে হবে। সেই কঠিন অবস্থা থেকে যদি বাঁচতে চান তাহলে সময় মত দৈনিক পাঁচবার নামাজ পড়তে হবে। সুন্দরভাবে, বিনয় নম্রতা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে নামাজ পড়তে হবে। জামায়াতের সাথে নামাজ পড়ার চেষ্টা করা উচিৎ। রাসূলে করীম (সা.) বলেন, "নামাজ পড় তেমনিভাবে, যেমনিভাবে আমাকে নামাজ পড়তে দেখেছো।" (সহীহ বুখারী ও মুসনাদে আহমদ)

রাসূলে করিম (সা.) অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে ধীরস্থির ভয় মিশ্রীত বিনয় নম্রতার সাথে নামাজ আদায় করতেন। মেশকাতুল মাসাবীহে এমনি একটি বর্ণনা মুতাররেফ ইবনে আবদুল্লাহ শিখখীর (রাঃ) হতে বর্ণনা করা হয়েছে।

সাহাবায়ে কেরামও অত্যন্ত আদবের সাথে নামাজ আদায় করতেন। সাহাবাগণ যখন নামাজ পড়তেন তখন পাখিরা এসে মাথার উপর বসে পরত। পাখিরা মনে করতো এটা কোন জীবন্ত মানুষ নয়। যারা রাসুলে করিম (সা.) এর মত করে নামাজ পড়ার চেষ্টা করবে তারাই সফল হবে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি রাসূলে করিম (সা.) কে বলতে শুনেছি "কিয়ামতের দিন বান্দার আমল পর্যায়ে সর্বপ্রথম তার নামাজ সম্পর্কে হিসাব নেয়া হবে। তার নামাজ যদি যথাযথ প্রমাণিত হয় তাহলে সফলতা লাভ করবে। আর যদি নামাজের হিসাব খারাপ হয়, তাহলে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্থ হবে।" (তিরমিজি)